গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের তিন গরু চোর গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার ধলা পুলিশ ফাঁড়ি অভিযান চালিয়ে ৩ গরু চোরকে গ্রেফতার করেছে। এসময় গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

আটককৃত গরু চোররা হলেন, গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের ইনারুল ইসলাম (৪০), বেল্টু হোসেন (২৩) ও ইকরামুল হক (১৮)।

ধলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো: তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে গ্রেফতার করেন। এসময় ইনারুল ইসলামের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তার হেফাজত থেকে গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

এসআই তৌহিদুল ইসলাম বলেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলামের একটি এঁড়ে গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি হয়। এঘটনায় গরুর মালিক গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ইয়াবাসহ যুবক আটক

গাংনী উপজেলা শহরে অভিযান চালিয়ে ১৫ পিচ ইয়াবাসহ আল আমিন ইসলাম ওরফে জনি (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আল আমিন হোসেন ওরফে জনি গাংনীর চৌগাছা গ্রামের ডিগ্রি কলেজপাড়া এলাকার মিনারুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের

একটি টিম আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসআই শাহিন মিয়া বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে হেরোইন বিক্রির জন্য একজন মাদক ব্যবসায়ী অপেক্ষা করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর সময় জনিকে আটক করা হয়।

ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। আটক জনিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে আবারও হেরোইনসহ আটক জলিল

একাধিক মাদক মামলার আসামি ২ গ্রাম হেরোইনসহ আব্দুল জলিল (৫৫) নামের এলাকার এক শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মাদক ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল গাংনী উপজেলার জোড়পুকরিয়া গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে। সে বর্তমান গাংনী হাসপাতালের পিছনের পাড়াতে ভাড়া বাসাতে বসবাস করছেন।

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই নি:) মো: শাহীন মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী মহিলা কলেজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছন।

এসআই শাহীন মিয়া বলেন, গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এর আগেও মাদক বিক্রির অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার ৯

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ আসামি, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১, পুরানো মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি রয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ৯০পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে ৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ অভিযান চালিয়ে অঘোরনাথ মোড় থেকে তাকে আটক করে।

আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী জেহালা ইউনিয়নের অঘোরনাথ-পাড়ার সাজ্জাদ শেখের ছেলে আব্বাস শেখ (২১)।
পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের অঘোরনাথ পাড়ার আব্বাস শেখ নামের এক যুবক দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করে আসছে। এমন অভিযোগে পুলিশি অভিযান চালিয়ে সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্পপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। অঘোরনাথ মোড় থেকে তাকে আটক করে। পরে তার শরীর তল্লাশী করে ৯০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।
আজ বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছে পুলিশ।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ পরানপুরের রনি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধেী অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ রাফিজ হোসেন ওরফে রনি (২৬)কে গ্রেফতার করেছে। সে দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামের ইউনুচ আলীর ছেলে।

আজ বুধবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা কাষ্টমস গেটের

সামনে। এ সময় দর্শনা থানার এসআই সুজন আলী, এএসআই মামুনুর রহমান, এএসআই মারুফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলসহ ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার এস আই সুজন বাদি হয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করেছে।

আজ বুধবার তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় নারী মাদক বিক্রেতার ১ বছরের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গার বেলগাছি বাগান-পাড়া গ্রামে পারভিনা খাতুন (৩৯) নামের এক মাদক বিক্রেতাকে ১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ এ কারাদণ্ড দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত পারভিনা খাতুন উপজেলার বেলগাছি বাগানপাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপ-পরিদর্শক শরিয়তুল্লাহ জানান, উপজেলার বেলগাছি বাগানপাড়া গ্রামে মাদক বেচাকেনা হচ্ছে-এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেখান থেকে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ পারভিনা খাতুনকে আটক করা হয়।

পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে উপজেলা নির্বাহী সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

চুয়াডাঙ্গায় খালা শাশুড়ী হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় কলাবাড়ি দক্ষিণ পাড়ায় খালা শাশুড়ী শাহিদা খাতুন (৪৫) হত্যা মামলায় রবিউল ইসলাম নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

আজ বুধবার দুপুর তিনটার দিকে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মাসুদ আলী আসামীর উপস্থিতিতে ওই রায় দেন। নিহত শাহিদা খাতুন রনি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি দক্ষিন পাড়ার রেজাউল ইসলামের স্ত্রী।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১২ দিকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আসামী রবিউল ইসলাম শাহিদা খাতুনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে। পরে স্বজনরা শাহিদা খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপালতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এঘটনায় নিহতের ভাই হাফেজ আ: মতিন বাদী হয়ে ওই দিন সকালে রবিউল ইসলামকে একমাত্র আসামী করে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি গভীর তদন্ত শেষে একই বছর ৪ জুলাই একমাত্র রবিউল ইসলাকে আসামী করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার উপ-পরির্দশক তবারক আলী। পরে ১৩ জনের মধ্যে ১১ জনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ দুপুরে ওই রায় দেন বিচারক। যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী রবিউল ইসলাম একই গ্রামের আজিজুল মন্ডলের ছেলে।

মেহেরপুরে মাদক সেবন করে মাতলামি, তিনজনকে জেল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে তিন মাদক সেবিকে ১ মাসের করে কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করেছে মোবাইল কোর্ট।

দণ্ডিতরা হলেন, বামনপাড়া গ্রামের মধু খাঁর ছেলে আব্দুল গফুর, একই গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম ও আমদহ গ্রামের কাওছার আলীর ছেলে সুজন মিয়া।

বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহানের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা ওই তিনজনকে মাদক সেবন করে মাতলামি করা অবস্থায় আটক করেন। পরে মোবাইল কোর্টে বসিয়ে তাদের এ সাজা দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডিতদের সাথে সাথে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের নিজস্ব পরিচয় তৈরিতে প্রেস কাউন্সিল কাজ করছে

“সাংবাদিকদের মান উন্নয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে সাংবাদিকদের

ডাটাবেইস তৈরি কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩২টি জেলা থেকে সাংবাদিকদের তালিকা পেয়েছি, সেগুলো যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত বাকি জেলাগুলো থেকেও আমরা তালিকা পেয়ে যাব। একই ভাবে আমরা সকল মিডিয়া হাউসগুলো থেকেও সাংবাদিকদের তালিকা চেয়েছি। যাতে করে সাংবাদিকদের নিজস্ব একটা পরিচয় তৈরি হয়।”

আজ বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে “গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, “জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল গঠণ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকবান্ধব ছিলেন, তিনি চাইতেন না কোন সাংবাদিকের হাতে যেন হাতকড়া না পড়ে। তিনি বলতেন, একজন সাংবাদিক সমাজের যে কোন শ্রেণীর থেকে উচ্চতর শ্রেণীর। ওই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের থেকে সাংবাদিকদের বেতন বেশি ছিলো।”

চেয়ারম্যান বলেন, “প্রেস কাউন্সিলে নতুন কেউ তালিকাভুক্ত সাংবাদিক হতে চাইলে তাকে স্নাতক পাশ হতে হবে। তবে কারো যদি সাংবাদিকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে সেক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল থাকবে।

মিডিয়া হাউসগুলো যাতে করে ওয়েজবোর্ড মেনে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দেয় সে ব্যাপারে আমরা তাদের বলেছি এবং একই সঙ্গে তারা যদি এ নির্দেশনা না মানে তাহলে তাদের সুবিধাদি বন্ধ করার জন্য সরকারকেও আহবান জানিয়েছি। আমরা আশা করছি ক্রমে এগুলো বাস্তবায়ন হবে।”

প্রেস কাউন্সিল আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমরা কিছু সংশোধনী নিয়ে এসেছি। খুব শিঘ্রই সংসদে এ আইন পাশ হবে। বিদ্যামান আইনে ১০ লাখ টাকা জরিমানার বদলে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে দেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, আরটিভি প্রতিনিধি

মাজেদুল হক মানিক, সময় টিভি প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত। সেমিনার জেলায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৬০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।